দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

136

প্রসঙ্গ ঃ বিনামূল্যের বই

সাধারণ মানুষের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করিয়া এবং শিক্ষাকে সবার কাছে সহজলভ্য করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে সেই বৃটিশ আমল হইতেই আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হইয়াছিল। আর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে জনসাধারণকে আরও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বস্তুতঃ বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানো, বাঁধানো, বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার শুরু উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় প্রথমদিন হইতেই। ফিবছর বিনামূল্যের বই ছাপানো ও বাঁধানো নিয়া ঘাপলা হয়, ঘাপলা হয় এইসব বই বিতরণ লইয়াও। বিগত বছরগুলিতে এমন একটি শিক্ষাবছরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল যেই শিক্ষাবছরের শুরুতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সবাই বিনামূল্যের বই হাতে পাইয়াছে।

বলাই বাহুল্য, শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপকরণ হইতেছে পাঠ্যপুস্তক। সেই পাঠ্যপুস্তক যদি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত না পৌছায় তবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার উপর উহার নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক এবং পড়িতেছেও। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব এককভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উপর ন্যস্ত। এই প্রতিষ্ঠানটি যেন কোনক্রমেই প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত পাঠ্যপুস্তক তুলিয়া দিতে পারিতেছে না। কিন্তু কেন পারিতেছে না ? এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। যতদূর জানি জুন মাসের মধ্যে নূতন বই মুদ্রণের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার নিয়ম। অথচ কার্যত বিগত কয়েক বছর ধরিয়া উক্ত প্রক্রিয়া নাকি সেপ্টেম্বরেও সম্পন্ন হয় না। আবার মুদ্রণকারীরা সময়মত (চুক্তি মোতাবেক) বই সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়মমত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না বলিয়াও অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব অনিয়ম, অব্যস্থাপনা ও অভিযোগের কোন তদন্ত হইতে সাধারণত আমরা দেখি না, দেখিনা কাউকে জবাবদিহি করিতে। ফলে প্রতিবছরই বোর্ডের বই নিয়া ঘাপলা বাধে, আর ইহার মাশুল দিতে হয় শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের। আমরা আগেও বলিয়াছি যে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম লইয়া একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যে প্রক্রিয়ায় এই প্রতিষ্ঠান পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া থাকে উহা লইয়া যেমন তেমনি প্রণীত পুস্তকের মান লইয়াও বিস্তর অভিযোগ পাওয়া যায়। সময়মত বই হাতে না পাইলে যেমন শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়, তেমনি ভুলে ভরা বা নিম্নমানের বইও তাহাদের জন্য ক্ষতিকর। ইহাছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব এককভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর থাকা কতটা যুক্তিসংগত তাহাও নূতন করিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

যাহাই হউক, গত শুক্রবার ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক তথ্য বিবরণী হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা শুরু হইবে ৩রা জানুয়ারী অর্থাৎ অদ্য হইতে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, এই বছর সারা দেশে ছয় কোটি নূতন বিনামূল্যের বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। বলা হইয়াছে, বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ইতিমধ্যেই জেলা ও থানা পর্যায়ে পৌছানো হইয়াছে। এ সবই ভাল কথা। কিন্তু উদ্বেগের কথা হইল তথ্য বিবরণী অনুসারেই সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌছাইতে মার্চ মাস পার হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রতিবছরের মত এই বছরও শিক্ষাবছরের তিন/চার মাস অতিক্রান্ত হইবার পরও অনেক শিক্ষার্থী বিনামূল্যের বই হাতে পাইবে না এমন সম্ভাবনা প্রকট। ইহাছাড়া বিনামূল্যের বই অবাধে চট্টগ্রামের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া কয়েকদিন পূর্বে সংবাদপত্রে রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ বিনামূল্যের বই বিক্রয় অবৈধ। আমরা আশা করি, বিষয়গুলি নিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করিবেন। বিনামূল্যের বইসহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে উহা বন্ধ হওয়া দরকার জাতীয় স্বার্থে।